The Faculty Journal of Arts, Rajshahi University
Volume 40, December 2025, ISSN 1813-0402

সেলজুকি যুগের ফারসি কাব্যে আধ্যাত্মিকতা

[Spirituality in Persian Poetry of the Seljuk Era]

Dr. Md. Nurul Houda
Professor, Department of Persian Language and Literature, University of Rajshahi, Rajshahi-6205, Bangladesh
Dr. Md. Nazrul Islam
Professor, Department of Persian Language and Literature, University of Rajshahi, Rajshahi-6205, Bangladesh

ARTICLE INFORMATION

The Faculty Journal of Arts
Rajshahi University
Volume 40, December 2025
ISSN: 1813-0402 (Print)
DOI:

Received : 23 June 2025
Received in revised: 22 February 2026
Accepted: 17 February 2026
Published: 15 April 2026

Keywords: Seljuk Period, Spritual, Omar Khayyam, Baba Taher, Hakim Sanayi, Nizami Ganjubi, Abdullah Ansari, Khakani, Love, Sufi etc.

ABSTRACT

The Seljuk period is (1040-1157 A.D) called the golden age of the development of Persian literature in Iran, because so many Persian poets emerged during this era that Persian literature acheved great development as a result of their writings. Those who wrote poetry especially on spiritual subjects are: Baba Taher Uryani, Abusayid Abul Khayer, Abdullah Ansari, Hakim omar Khayyam, Hakim Sanayi, Rasid Uddin, Adib Saber, Nizami Ganjubi etc. If we analayze their Persian poems, it can be seen that most of them were poets of Sufi idology. Therefore, they composed poems on spiritual topics. We know that spirituality is a broad concept that generally refers to the search for meaning; purpose and connection with something larger than oneself, often including a sense of the transcendent or divine. So that, in this article discusses the spiritual themes of the poetry of Seljuk period.

সেলজুকি যুগের সংক্ষিপ্ত পরিচিতি

ইরানে সেলজুকি যুগ মধ্যযুগীয় ইসলামের ইতিহাসে একটি গুরুত্বপূর্ণ অধ্যায়। সেলজুকরা ছিল তুর্কি ওঘুজ বংশোদ্ভূত এক মুসলিম রাজবংশ। প্রতিষ্ঠাতা সেলজুক-এর নামানুসারে এ বংশের নামকরণ করা হয় সেলজুকি বংশ। একাদশ শতাব্দীতে তারা ইরানে ক্ষমতা প্রতিষ্ঠা করে। ১০৪০ খ্রিস্টাব্দে দান্দানকান যুদ্ধে গাযনবিদের পরাজিত করে সেলজুকরা খোরাসান দখল করে। পরে তুঘ্রিল বেগ ১০৫৫ খ্রিস্টাব্দে বাগদাদ দখল করে এবং আব্বাসীয় খলিফার আনুষ্ঠানিক স্বীকৃতি লাভ করেন। এর ফলে সেলজুকরা সুন্নি ইসলামের রক্ষক হিসেবে প্রতিষ্ঠিত হয়। সেলজুক সাম্রাজ্য ইরান, ইরাক, আনাতোলিয়া ও মধ্য এশিয়ার বিস্তীর্ণ অঞ্চল জুড়ে বিস্তৃত হয়। আলপ আরসালান (১০৬৩-১০৭২ খ্রি.) এবং মালিক শাহের (১০৭২-১০৯২ খ্রি.) আমলে সাম্রাজ্য সর্বোচ্চ শিখরে পৌঁছে। বিশেষ করে মালিক শাহের শাসনামলে প্রশাসনিক ও সাংস্কৃতিক উন্নতি সাধিত হয়। সেলজুক যুগের বিখ্যাত প্রধান মন্ত্রী নিজামুল মুলক গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেন। তিনি ২৮ বছর (১০৬৪-১০৯২ খ্রি.) প্রধানমন্ত্রী থাকা অবস্থায় *সিয়াসতনামা* গ্রন্থ রচনা করেন এবং 'নিজামিয়া মাদ্রাসা' প্রতিষ্ঠা করেন। যা ইসলামি শিক্ষার প্রসারে বিশেষ অবদান রাখে। এ সময়ে ইরানে ফারসি ভাষা ও সাহিত্য, দর্শন ও বিজ্ঞানে ব্যাপক উন্নতি লাভ করে। প্রবন্ধে উল্লেখিত কবিগণ এ যুগের সাথে সম্পৃক্ত। ১০৯২ খ্রিস্টাব্দে সুলতান মালিক শাহের মৃত্যুর পর সেলজুকি সাম্রাজ্য দুর্বল হয়ে পড়ে এবং অভ্যন্তরীণ কোন্দল দেখা দেয়। পরিনামে দ্বাদশ শতাব্দীর শেষ দিকে খাওয়ারিজমীয়দের উত্থানের ফলে ইরানের সেলজুক শাসনের অবসান ঘটে।

ভূমিকা

ইরানে কালের পরিক্রমায় গাযনবি যুগের (৯৬২-১১৮৬ খ্রি) ধারাবাহিকতায় সেলজুকি যুগের (১০৪০-১১৫৭ খ্রি.) আবির্ভাব ঘটে। সেলজুকি যুগকে ইরানের ফারসি কাব্য সাহিত্য উন্নয়নের স্বর্ণ যুগ বলা হয়। কেননা, এ যুগে ইরানে এতো বেশি কবি-সাহিত্যিকের অর্বিভাব ঘটেছে যে, তাঁদের কাব্যকর্মের ফলে ফারসি সাহিত্যে প্রভূত উন্নয়ন সাধিত হয়েছে। সেলজুকি যুগে যেসকল সুফি ও আধ্যাত্মিক কবি ছিলেন তাদের মধ্যে অন্যতম হলেন- বাবা তাহের উরইয়ানি[১], আবু সাঈদ আবুল খায়ের[২], আব্দুল্লাহ আনসারি[৩], হাকিম ওমর খৈয়্যাম[৪], কবি খাকানি[৫], জামাল উদ্দিন ইস্পাহানি[৬], কবি নেযামি গাঞ্জুবি[৭] (মৃত্যু ১২০৯ খ্রি.) প্রমুখ। তাঁদের কাব্যসাহিত্য বিশ্লেষণ করলে দেখা যায় যে এ যুগের কবি-সাহিত্যিকগণ মূলত আধ্যাত্মিক বিষয়কে গুরুত্ব দিয়েছেন। তবে তাঁরা আধ্যাত্মিকতার পাশা-পাশি অন্যান্য বিষয়াবলিও তাঁদের কবিতায় অন্তর্ভূক্ত করেছেন। আলোচ্য প্রবন্ধে সেলজুকি যুগের সুফি কবিদের কাব্যে আধ্যাত্মিকতা বিষয়ে আলোচনা করার প্রয়াস পাব।

আধ্যাত্মিকতার সংজ্ঞা ও গুরুত্ব

আধ্যাত্মিকতা এমন এক আল্লাহ সম্বন্ধীয় প্রত্যক্ষ অনুভূতি ও মানষিক অনুসন্ধান যার মাধ্যমে সৃষ্টিরহস্যসহ আল্লাহকে আবিষ্কারের সঠিক পথ উদঘাটন করা যায়।[৮] এই আধ্যাত্মিক বিদ্যা বা জ্ঞানের মাধ্যমে আত্মার অলৌকিক ক্ষমতা ও জ্ঞান উপলব্ধি করা যায়।[৯] আধ্যাত্মিকতার ফজিলত সম্পর্কে বিশিষ্ট সুফি কবি খাকানি বলেছেন,

هر مؤمن كه اهل عرفان باشد خورشيد سپهر فضل و احسان باشد[১০]

'যদি সকল মু'মিন ব্যক্তি অধ্যাত্মবাদী হত, তবে আকাশের সূর্য্যও পূণ্যতা লাভ করত।'

ইসলামি পরিভাষায় সুফিবাদকে তাসাওউফ বলা হয়। যার অর্থ আধ্যাত্মিক তত্ত্বজ্ঞান। আত্মার পরিশুদ্ধির মাধ্যমে আল্লাহর সঙ্গে সম্পর্ক স্থাপন করাই হলো এর মর্মকথা।[১১] সুফিবাদ একটি ইসলামি আধ্যাত্মিক দর্শন, একটি ইসলামি আধ্যাত্মিক আন্দোলন।[১২]

সুফিবাদ বা তাসাওউফ নবি করিম সা. থেকেই শুরু। কেননা, সুফি দর্শনের মূল বিষয়গুলো কুরআন ও হাদিসেই রয়েছে। যা মানুষের অন্তরে বিশেষ অবস্থার সৃষ্টি করে।[১৩] নবি করিম সা. বলেন,

الا و ان فى الجسد مضغة اذا صلحت صلح الجسد كله * و اذا فسدت فسد الجسد كله الا و هى القلب.[১৪]

'মানবদেহে একটি বিশেষ অঙ্গ আছে, যা সুস্থ থাকলে সমগ্র দেহ পরিশুদ্ধ থাকে, আর অসুস্থ থাকলে সমগ্র দেহ অপরিশুদ্ধ হয়ে যায়। জেনে রাখো এটি হলো কলব বা হৃদয়।'

সুফিবাদ মানুষের আত্মাকে বিশুদ্ধকরণের শিক্ষা দেয়, তার নৈতিক জীবনকে উন্নত করে এবং স্থায়ী নিয়ামতের অধিকার অর্জনের উদ্দেশ্যে মানুষের ভিতর ও বাইরের জীবনকে গড়ে তোলে। এর বিষয়বস্তু হচ্ছে- আত্মার পবিত্রতা বিধান এবং লক্ষ্য হচ্ছে- চিরন্তন সুখ, শান্তি অর্জন করা।[১৫] আত্মসংশোধন বা পরিশুদ্ধকরণই হচ্ছে সুফিবাদের মূল উদ্দেশ্য। সেলজুকি যুগের অধিকাংশ কবি-সাহিত্যিকগণ আধ্যাত্মিকতাকে সাহিত্যচর্চার বিষয়বস্তু হিসাবে নির্ধারণ করেছেন। আধ্যাত্মিকতার বিশেষ দিকগুলো এখানে আলোচনা করার প্রয়োজন রয়েছে।

আল্লাহ ও তাঁর অস্তিত্ব

বিশ্বজগতে এমন এক মহাশক্তি নিহিত রয়েছে যে মহাশক্তির ফলে দিবা-রাত্রির পরিবর্তন সাধিত হয়, সৌর জগতের গ্রহ-নক্ষত্রসমূহ পরিচালিত হয়, পৃথিবীর সমুদ্র ও নদ-নদী বয়ে চলে, বাতাস প্রবাহিত হয় ও মাটিতে ফসল ফলে। মানুষ এসব দেখে বিশ্বাস করে নিশ্চয় এর পিছনে কোন মহাশক্তির হাত আছে।[১৬] আর সেই শক্তিই হল আল্লাহ। এ সম্পর্কে পবিত্র কুরআনে আল্লাহ তায়ালা এরশাদ করেছেন,

﴿سَنُرِيْهِمْ اٰيٰتِنَا فِى الْاٰفَاقِ وَ فِىْٓ اَنْفُسِهِمْ حَتّٰى يَتَبَيَّنَ لَهُمْ اَنَّهُ الْحَقُّ اَوَ لَمْ يَكْفِ بِرَبِّكَ اَنَّه عَلٰى كُلِّ شَىْءٍ شَهِيْدٌ﴾[১৭]

'আমি তাদেরকে আমার নিদর্শনাবলী দেখাব, বিশ্বজগতে এবং তাদের নিজেদের মধ্যে; ফলে তাদের কাছে সুস্পষ্ট হয়ে উঠবে যে, এ কুরআন সত্য। এটা কি আপনার প্রতিপালক (আল্লাহ) সম্পর্কে যথেষ্ট নয় যে, তিনি সর্ব বিষয়ে অবহিত?'

এ আয়াতের উদ্দেশ্য এই যে, বিশ্বজগতের ছোট বড় সৃষ্টি তথা আকাশ, পৃথিবী এবং এতদুভয়ের মধ্যবর্তী যে কোন বস্তুর প্রতি দৃষ্টিপাত করলে আল্লাহর অস্তিত্ব, তাঁর সর্বব্যাপী জ্ঞান ও কুদরত এবং তাঁর একত্বের সাক্ষ্য প্রদান করে। আল্লাহ ছাড়া কোনো মাবুদ নেই। তাঁকেই আমাদের কর্মধারক হিসেবে গ্রহণ করা ও তাঁর অস্তিত্বে বিশ্বাস স্থাপন করা উচিত। এ প্রসঙ্গে সেলজুকি কবি সানায়ি (১০৪৫-১১৫০ খ্রি.) বলেন,

به يقين واجب الوجود يكيست هرچه در وهم و خاطر آيد نيست
ملک الملک و پادشاه به حق منشى نفس و فاعل مطلق[১৮]

'অপরিহার্য সত্তার প্রতি বিশ্বাস এটাই যে, যতই কল্পনা কর, তাঁর প্রকৃত সত্তা চিন্তা-চেতনায় আসবে না।
তিনি বাদশাহদের বাদশাহ, তিনিই প্রকৃত বাদশাহ, তিনি আত্মার কর্মবিধায়ক ও নিরঙ্কুশ কর্তা।'

আল্লাহর অস্তিত্ব সম্পর্কে সেলজুকী কবি নিযামি গাঞ্জুবি (১১৪০-১২০৩ খ্রি.) বলেছেন,

ای همه هستى زتو پيدا شده خاک ضعيف از تو توانا شده
زير نشين علمت كائنات ما به تو قايم چو تو قايم به ذات
هستى تو صورت و پيوند نه تو به كس و كس به تو مانند نه
آنچه تغير نپزيرد تويى آنچه نه مرده است و نميرد تويى[১৯]

' হে খোদা সবকিছুই তোমার থেকে সৃষ্টি হয়েছে,
দুর্বল মাটি তোমার থেকেই শক্তি লাভ করেছে।

এই বিশ্বজগৎ তোমারই অধীনে,
আমরা তোমার কারণেই দণ্ডায়মান,
কেননা তুমি তোমার সত্তায় রয়েছো অস্তিত্ববান।
তোমার না আছে কোনো আকার আকৃতি,
তুমি কারও মতো নও এবং তোমার মত নয় কেউ।
তুমি পরিবর্তনশীল নও, করোনা গ্রহণ পরিবর্তন।
তোমার না আছে কোন মৃত্যু, না আছে কোন ধ্বংস।'

আল্লাহর অস্তিত্ব যে সর্বত্র বিরাজমান, সেলজুকি যুগের আধ্যাত্মিক ও সুফি কবি বাবা তাহের উরইয়ানি (১০০০খ্রি. জন্ম) তাঁর কাব্যে চমৎকারভাবে উল্লেখ করেছেন। সুফি কবি বাবা তাহেরের ভাষায়,

به صحرا بنگرم صحرا ته وینم به دریا بنگرم دریا ته وینم
به هر جا بنگرم کوه و در و دشت نشان روی زیبای ته وینم [২০]

হে প্রিয়া (খোদা) মরু ভূমির দিকে তাকালেই তোমাকে দেখতে পাই,
সমুদ্রের দিকে তাকালেই সমুদ্রে তোমাকে দেখতে পাই।
যেখানেই তাকাই না কেন, পাহাড়-পর্বত ও মরুভূমি,
সব জায়গায় তোমার সুন্দর অবয়বের অস্তিত্ব দেখতে পাই।

আল্লাহর অস্তিত্ব সম্পর্কে সেলজুকি যুগের কবিদের সাথে ইলখানি যুগের বিশিষ্ট সুফি কবি মাওলানা জালালুদ্দিন রুমির[২১] কবিতার বিষয়ের সাথে মিল পাওয়া যায়। সুফি কবি জালালুদ্দিন রুমি এ প্রসংগে বলেন, আল্লাহ এমন একটি সত্তা যাঁকে ইন্দ্রিয় জগতের যে কোন বস্তুর চেয়ে অনেক বেশি বাস্তব বলে প্রত্যক্ষ করা সম্ভব।[২২] তাই রুমি আল্লাহর অস্তিত্বকে এভাবে ব্যাখ্যা দিয়েছেন,

دست پنهان و قلم بین خط گزار * اسب در جولان و نابیدار سوار[২৩]

'কলম লিখতে থাকে কিন্তু হাত গোপন থাকে,
সওয়ারের পাত্তা নেই কিন্তু ঘোড়া দৌড়াতে থাকে।'

এখানে রুমি বুঝাতে চেয়েছেন যে, আল্লাহর অস্তিত্বের কারণেই কলম লিখতে পারে এবং ঘোড়া দৌড়াতে পারে। রুমি আরও বলেন,

پس یقین در عقل هر داننده هست * این که با جنبنده جنباننده هست[২৪]

'প্রতিটি জ্ঞানীকে এই বিশ্বাস রাখতে হবে যে, যে জিনিসই নড়াচড়া করে না কেন, এর নড়াচড়া করানোর পিছনে কেউ অবশ্যই রয়েছেন। আর তিনিই হলেন আল্লাহ।'

আল্লাহ সকল কিছুর স্রষ্টা, তিনি অনস্তিত্ব থেকে অস্তিত্ব দান করেন। আসমান, যমীন, অগ্নি, বায়ু, পানি ভূ মণ্ডলে ও নভোমণ্ডলে যা কিছু রয়েছে সবই তিনি সৃষ্টি করেছেন। এ প্রসঙ্গে পবিত্র কালামে পাকে বর্ণিত হয়েছে,

قل الله خالق کل شیئ و هو الواحد القهار..[২৫]

'বলুন, আল্লাহ সকল বস্তুর সৃষ্টিকর্তা এবং তিনিই একক, মহাপরাক্রান্ত।'

আল্লাহ তা'আলা আরও বলেন,

الله خالق کل شئ و هو علی کل شیئ وکیل.[২৬]

'আল্লাহ তা'আলাই সকল বস্তুর স্রষ্টা এবং তিনিই সকল বস্তুর রক্ষণাবেক্ষণকারী।'

কবি নিযামী বলেন,

پیش وجود همه آند گان * پیش بقای همه پایندگان
اول و آخر به وجود و حیات * هست کن و نیست کن کاینات[২৭]

'প্রত্যেক ভবিষ্যতের পূর্বেই তাঁর অস্তিত্ব বিরাজমান,
সবকিছুই ধ্বংসশীল তিনিই (আল্লাহ) শুধু স্থায়িত্বশীল।
তিনিই প্রথম তিনিই শেষে অস্তিত্ববান,
এই পৃথিবী তাঁর ইচ্ছায় অস্তিত্ববান, আবার তাঁর ইচ্ছায় ধ্বংস হয়।'

তাওহিদ বা একত্ববাদ

তাওহিদ অর্থ হল আল্লাহর একত্ববাদ, এক আল্লাহ ছাড়া অন্য কোন খোদা বা উপাস্য নেই। তিনি চিরঞ্জীব, সবকিছুর স্রষ্টা ও নিয়ন্তা। তাঁর কোন শরীক নেই। আল্লাহ অনেকগুণের আধার। তাঁর অনেকগুলো গুণবাচক নাম আছে। তাওহিদের এ অর্থের বিশ্বাস ছাড়াও সুফি মতবাদে তাওহিদের অপর একটি অর্থ রয়েছে। তা হলো, আল্লাহ ছাড়া পৃথিবীতে অন্য কোন জিনিসের অস্তিত্ব নেই অথবা যা কিছু অস্তিত্বশীল সবই আল্লাহর অস্তিত্বের বহিঃপ্রকাশ।[২৮]

আল্লাহর একত্ববাদে বিশ্বাসী এবং বরহক্ব বা চিরসত্যের সাধনায় উত্তীর্ণ হতে পারলেই সেই মহাসত্য বা আল্লাহর সঙ্গে যুক্ত হওয়া যায়। প্রসিদ্ধ সুফি কবি মাওলানা জালালুদ্দিন রুমি এ কথা মনে প্রাণে বিশ্বাস করেন।[২৯] তাই তিনি তার মাসনবির বিভিন্ন স্থানে সেই মহান আল্লাহর একত্ববাদের বিশ্বাসের কথা উল্লেখ করেছেন। যেমন তিনি বলেছেন,

لم یلد لم یولد است او از قدم * نه پدر دارد، نه فرزند و نه عم.[৩০]

এই বয়েতে রুমি কুরআনের সূরা ইখলাসের প্রতি ইশারা করেছেন যে, 'আদিকাল থেকে তিনি (একক আল্লাহ) কাউকেও জন্ম দেননি এবং কারও কাছ থেকে তিনি জন্ম নেননি। না আছে তাঁর পিতা-মাতা ও সন্তান-সন্ততি।'

মাসনবির অন্যত্র রুমি বলেছেন,

لم یلد لم یولد، او را لایق است * والد و مولود را او خالق است[৩১]

'আল্লাহ তায়ালা "لم یلد و لم یولد"এর গুণ সম্পন্ন বা যোগ্য; পিতা ও সন্তানকে তিনিই সৃষ্টি করেন।'

এ প্রসঙ্গে সেলজুকি যুগের সুফি কবি আব্দুল্লাহ আনসারি কলেন,

ذات تو غنی و ما همه محتاجیم * محتاج به غیر خون مگر دان مارا
یا رب تو مرا از در خود دور مکن * مگزار که رسوای جهانی باشم[৩২]

'তুমি আল্লাহ শ্বাশ্বত আর আমরা সকলে তোমার মুখাপেক্ষি
আমরা জন্মগতভাবেই তোমার মুখাপেক্ষি, তুমিই তো আমাদের সবকিছু দান কর।'
হে আল্লাহ ! আমাকে তোমার দরজা থেকে দূরে ঠেলে দিও না
আমাকে পৃথিবীর কলঙ্ক বানিও না, অর্থাৎ তোমার পথে পরিচালিত কর।,

মহান আল্লাহ পবিত্র আল-কুরআনে ঘোষণা করেন,

الله لا اله الا هو الحیّ القیوم ، لا تأخذه سنه ولا نوم[৩৩]

'আল্লাহ ছাড়া কোনো উপাস্য নেই, তিনি চিরস্থায়ী ও চিরঞ্জীব। তাঁকে তন্দ্রাও স্পর্শ করতে পারে না এবং নিদ্রাও নয়।, পবিত্র কুরঅনের এই আয়াতের প্রতি ইশারা করে সুফি কবি নিযামি বলেন,

بدان زنده که او هرگز نمیرد * به بیداری که خواب او را نگیرد [৩৪]

'জেনে রেখো তিনি (আল্লাহ) চিরঞ্জীব, কখনো মৃত্যু বরণ করবেন না।
তিনি সদা জাগ্রত থাকেন, ঘুম কখনো তাঁকে স্পর্শ করে না।,

আমরা সকল কাজের শুরুতে আল্লাহর নাম নিয়ে শুরু করি । আল্লাহ এক ও অদ্বিতীয়, তাঁর কোনো শরীক বা অংশিদার নেই। আল্লাহর নাম ব্যতীত আর কারও নাম নেয়া ইসলামে কুফুরী। পবিত্র আল-কুরআনে আল্লাহ বলেছেন, فاذکرونی اذکرکم واشکروا لی و لا تکفرون[৩৫] 'তোমরা আমাকে স্মরণ কর, আমিও তোমাদেরকে স্মরণ করব। আর আমার কৃতজ্ঞতা প্রকাশ কর, কুফুরী কর না।' সেলজুকি যুগের ফারসি কবি নিযামি গাঞ্জুবি বলেছেন,

ای نام تو بهترین سر آغاز * بی نام تو نامه کی کنم باز
ای یاد تو مونس روانم * جز نام تو نیست بر زبانم [৩৬]

'হে খোদা !শুরুতেই তোমার নাম সর্বোত্তম, তোমার নাম ব্যতীত কার নাম দিয়ে শুরু করব।
হে খোদা! তোমার স্মরণে আমার আত্মা হয় গতিশীল, তোমার নাম ছাড়া আমার কণ্ঠে কোনো ভাষাই নেই।'

আল্লাহ তা'আলা হচ্ছেন মানুষের রব বা প্রতিপালক। তিনি বিশ্ব জাহানের একচ্ছত্র অধিপতি, তত্ত্বাবধায়ক, কর্মধারক, পৃষ্ঠপোষক, নিরঙ্কুশ শাসক ও পালনকর্তা। আল্লাহর একত্ববাদের গুরুত্বপূর্ণ স্তর হলো তাওহীদে রুবূবিয়্যাত বা পালনকর্তা। কোনো বস্তু বা প্রাণীকে যে সত্তা তার অস্তিত্বের সর্বনিম্ন পর্যায় হতে ক্রমান্বয়ে পূর্ণতম পর্যায়ে বিবর্তিত করেন তিনিই হলো রব বা প্রতিপালক। আল্লাহ তাঁর প্রতিটি সৃষ্টিতে ক্রমবর্ধমানের উপকরণ নিহিত রেখেছেন, প্রতিটি সৃষ্টির কার্যকারিতার বিশেষ ক্ষেত্র প্রস্তুত করে রেখেছেন, কার্যকারিতার প্রয়োজনানুযায়ী সহজাত শক্তি ও বৃত্তির ব্যবস্থা করে রেখেছেন। তিনি বিশেষ ক্ষেত্র ও গণ্ডিতে সৃষ্ট জীব বা বস্তুকে পূর্ণত্বের লক্ষ্যে বিবর্তিত করেন। এ অর্থে আল্লাহ তাআলা জগতসমূহের রব বা প্রতিপালক।[৩৭] পবিত্র আল-কুরআনের বহু আয়াতে আল্লাহ তাআলার রবূবিয়্যা সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে। যেমন আল্লাহ বলেন,

ربّ المشرق والمغرب * لا اله الا هو فاتّخذه و كيلا [৩৮]

'তিনি (আল্লাহ) প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যের রব, তিনি ছাড়া কোনো মাবুদ নেই।' সুতরাং তাঁকেই তুমি প্রতিপালক হিসেবে গ্রহণ কর। এ প্রসঙ্গে সেলজুকি যুগের সুফি কবি সানায়ি বলেন,

به يقين واجب الوجود يكيست * هرچه در وهم و خاطر آيد نيست

ملک الملک و پادشاه به حق * منشی نفس و فاعل مطلق[৩৯]

'অপরিহার্য সত্তার প্রতি বিশ্বাস এটাই যে, যতই কল্পনা কর, তাঁর প্রকৃত সত্তা চিন্তা- চেতনায় আসবে না। তিনি বাদশাহদের বাদশাহ, তিনিই প্রকৃত বাদশাহ, তিনি আত্মার কর্মবিধায়ক ও নিরঙ্কুশ কর্তা।

বিশ্বজগৎ সৃষ্টি

আল্লাহ বিশ্ব জগতের স্রষ্টা। মানব জাতির সৃষ্টির পূর্বেই আল্লাহ তায়ালা তাদের জন্য এই বিশ্ব জগৎ সৃষ্টি করেছেন। প্রকৃতির গোটা ব্যবস্থাপনাই স্রষ্টার অস্তিত্বের প্রমাণ বহন করে। পবিত্র কুরআনে বলা হয়েছে, ﴿الشَّمْسُ وَ الْقَمَرُ بِحُسْبَانٍ﴾[৪০]- চন্দ্র সূর্য নিয়মানুযায়ী তার গতিতে চলতে থাকে। অর্থাৎ আল্লাহ মানুষের জন্য ভূমণ্ডলে ও নভোমণ্ডলে অসংখ্য অবদান সৃষ্টি করেছেন। নভোমণ্ডলের অবদানসমূহের মধ্যে বিশেষ করে চন্দ্র-সূর্য রয়েছে। আর এগুলো আল্লাহর হিসাব বা নিয়মানুযায়ী চলতে থাকে। রুমির মতে, এমনি বিশ্ব জগতের গোটা ব্যবস্থাপনাই আল্লাহর সৃষ্টি ও তাঁর নিয়মানুযায়ী পরিচালিত হয়।[৪১]

একজন মুসলিম আল্লাহর একত্ববাদে বিশ্বাসের মাধ্যমে জীবন ও জগৎ সম্পর্কে ধারণা অর্জন করেন। আল্লাহই সকল কিছুর একমাত্র স্রষ্টা ও নিয়ন্তা। তিনিই বিশ্বজগতের সার্বভৌম ক্ষমতার অধিকারী। বিখ্যাত দার্শনিক ইমাম গায্যালির[৪২] মতে, আল্লাহ এমন একটি ইচ্ছা শক্তি যা সকল সৃষ্টির উৎস ও কারণ। নভোমণ্ডলে ও ভূমণ্ডলে যা কিছু আছে সবই আল্লাহ সৃষ্টি করেছেন। সেলজুকি যুগের বিখ্যাত কবি নিযামি গাঞ্জুবি বলেন,

پديد آور خلق عالم توبی * تو ميدانی و زنده کن هم توبی [৪৩]

'সমগ্র বিশ্বজগত সৃষ্টি করেছ তুমি, তুমি মৃত্যু দাও আবার তুমিই জীবন দাও।'

পবিত্র কুরআনে আল্লাহ বলেন, انّما امره اذا اراد شيئا آن يقول له كن فيكون[৪৪] 'তিনি (আল্লাহ) যখন কোন কিছু করতে ইচ্ছা করেন, তখন বলেন হও, অতঃপর তা হয়ে যায়।' কিন্তু মহান আল্লাহ সবকিছু ক্রমান্বয়ে সৃষ্টি করেছেন। কেননা এর মধ্যেই আল্লাহর হেকমত বা কৌশল রয়েছে। কবি নিযামি বলেন,

ای هرچه دميده و آرميده * در کن فيکن بيآ فريده[৪৫]

'হে খোদা আপনি যা কিছু অঙ্কন করতে চান, হও বলার সাথে সাথে তা সৃষ্টি হয়ে যায়।'

আল্লাহ ইচ্ছা করলে 'কুন' শব্দ উচ্চারণ করার সাথে সাথে সব কিছু সৃষ্টি করতে পারেন। কিন্তু তিনি বিশ্ব জগতের সবকিছু পর্যায়ক্রমে একটি অপরটির চাহিদানুযায়ী সৃষ্টি করেছেন। এর মূলে রয়েছে স্রষ্টার অসীম হেকমত বা কৌশল। যেমনটি আল্লাহ 'কুন' (হও) শব্দ বললেই আদমকে আ. সৃষ্টি করতে পারতেন, কিন্তু তা না করে তাকে আগুন, পানি, মাটি ইত্যাদি দ্বারা সৃষ্টি করেছেন।[৪৬]

সুফি কবি হাকিম সানায়ি[৪৭] (১০৪৫-১১৫০ খ্রি.) সেলজুকি যুগের একজন আধ্যাত্মিক কবি। তাঁর কবিতায় ইহজগতের প্রতি অনীহা পরিলক্ষিত হয়। এ প্রসঙ্গে সানায়ি বলেন,

زين جهان جهان تبرا کن * رو به بستان جان تمشا کن

رخت بيرون فکن از اين مأوی * خيمه زن در قضای آن صحرا [৪৮]

'এই পৃথিবী হতে নিজেকে মুক্ত কর, এ পৃথিবীতে যা কিছু দেখছ, সেগুলোকে তুচ্ছ জ্ঞান কর। এই পৃথিবীর প্রতি ভালোবাসার আবরণ দূরে নিক্ষেপ কর, আর ভাগ্যের মরুভূমিতে তাবু স্থাপন কর।'

সেলজুকি যুগের বিখ্যাত দার্শনিক হাকিম ওমর খৈয়্যাম সর্বদা পৃথিবী ও মানব জাতির সৃষ্টি রহস্য নিয়ে চিন্তা-ভাবনা করতেন। তিনি ভাবতেন কোথায় ছিলাম, কেনই এলাম, আবার কোথায় চলে যাবো? এই আসা যাওয়ার গোপন রহস্য কি? এই সৃষ্টি রহস্যের জট কেউ খুলতে পারেনি। এ সম্পর্কে খৈয়্যাম বলেন,

اسرار ازل را نه تو دانی و نه من * وین حرف معمّا نه تو خوانی و نه من
هست از پس پرده گفتگوی من و تو * چون پرده بر افتاد نه تو مانی و نه من[৪৯]

'এই সৃষ্টি রহস্য না তুমি জান, না আমি জানি,
এই ধাঁধাঁর কথা না তুমি জান, না আমি,
আমার এবং তোমার কথায় রয়েছে অনেক পর্দা,
যখন এই পর্দা উঠে যাবে, তখন না তুমি থাকবে, না আমি।'

খোদার সৃষ্টি রহস্য নিয়ে যতই চিন্তা-ভাবনা করি না কেন, বিশ্বজগতের গোপন সৃষ্টি রহস্য একমাত্র স্রষ্টাই ভালো জানেন। যেদিন এই রহস্যের জট খুলে যাবে সেদিন হয়ত আমরা থাকবো না। কবি নিযামি বলেছেন,

پدید آور خلق عالم توی * تو می دانی و زنده کن هم توی [৫০]

'সমগ্র বিশ্বজগত সৃষ্টি করেছ তুমি, তুমি মৃত্যু দাও, আবার তুমিই জীবন দাও।'

সুফিদের মতে, আল্লাহ স্বেচ্ছায় ও স্বীয় অস্তিত্ব প্রকাশ করে জীবন ও জগৎ সৃষ্টি করেছেন। আর জীবনী শক্তির বিবর্তনের মধ্য দিয়ে জাগতিক বস্তুর সৃষ্টি করেছেন।[৫১] আল্লাহর বিশ্ব জগতের সব কিছুই বিবর্তন নিয়মের ধারাবাহিকতায় পরিবর্তনের মধ্য দিয়ে অব্যক্ত, অস্ফুট ও প্রচ্ছন্ন শক্তি, পরিস্ফুট জড় জগৎ, উদ্ভিদ জগৎ, জীবজগৎ, সৌরজগৎ ইত্যাদির ক্রমবিকাশ ঘটে।[৫২]

মানুষ সৃষ্টি

এ বিশ্বে মানুষ সৃষ্টির আদি রহস্য এক গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। যুগে যুগে নবি রাসূল এবং দার্শনিকগণ বিভিন্ন বক্তব্য তুলে ধরেন। পৃথিবীতে মানব সৃষ্টি এবং তাদের দায়িত্ব ও কর্তব্য সম্পর্কে যে দর্শন উপস্থাপন করেন, তা মহাগ্রন্থ আল কুরআনের দ্বারা গভীরভাবে প্রভাবিত। আল্লাহ তাআলা মানুষকে মৃত্তিকা ও পানি থেকে সৃজন করেন। তারপর এর মধ্যে রূহের সঞ্চার করে প্রকৃত মানবে পরিণত করেন। আল্লাহ তা'আলা ঘোষণা করেন,

و اذ قال ربك للملائكة ان خالق بشرا من صلصال من حمأ مسنون. فاذا سويته و نفخت فيه من روحی و قعوا له سجدين.[৫৩]

'আর স্মরণ করুন সেই সময়ের কথা যখন আপনার রব ফেরেশতাদেরকে বললেন, আমি একটি মানবকে খনখনে মাটি দ্বারা যা পঁচা কাদা হতে গঠিত হবে সৃষ্টি করতে চাই। অতএব, আমি যখন উহাকে পূর্ণরূপে গড়ে তুলব এবং তাতে নিজের তরফ থেকে প্রাণ প্রবিষ্ট করে দিব, তখন তোমরা সবাই তার সামনে সিজদায় মাথা নত কর।'

মানুষের এই সৃষ্টি রহস্য সম্পর্কে আত্তার বলেন,

چون دمی در کل دمد آدم کند * وزتف دودی همه عالم کند
روح را در صورت پاک او نمود * این همه کارازکف خاک او نمود.[৫৪]

'মৃত্তিকার মধ্যে রক্ত সঞ্চালনে যখন মানুষ সৃজিত হল
ধোঁয়ার চিহ্ন থেকে সমগ্র বিশ্বজাহান অস্তিত্ব লাভ করল।
তাঁর পবিত্র দেহে তিনি রূহ সংস্থাপন করেন
মৃত্তিকা থেকেই তিনি সকল কিছুকে অস্তিত্বশীল করেন।'

মানুষ সৃষ্টির সময় আল্লাহ সকলকে একত্রিত করে জিজ্ঞেস করেছিলেন, আমি কি তোমাদের রব বা প্রতিপালক নই? তখন সবাই সমস্বরে উত্তর দিয়েছিল, অবশ্যই আপনি আমাদের রব। এর মাধ্যমে মানুষের আল্লাহর নিকট যে জবাবদিহিতা তার স্পষ্ট প্রমাণ পাওয়া যায়। আল্লাহর নির্দেশ পালন মানুষের দায়িত্ব ও কর্তব্যের অন্তর্ভূক্ত।

আল্লাহ মানুষকে অতি উত্তম আকৃতিতে সৃষ্টি করেছেন। মহাবিশ্বের সকল সৃষ্টি জগতের মধ্যে মানুষের সৃষ্টি রহস্য এক গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। মানুষ সৃষ্টি জগতের প্রধান উপকরণ ও নিয়ন্ত্রক। মানুষ শুধু সৃষ্টি জীবই নয়; বরং মানুষ আল্লাহ তাআলার প্রতিনিধি, আর এ কারণেই ফেরেস্তাগণের উপর মানুষের মর্যাদা। মানুষ আল্লাহর প্রতিনিধি হিসেবে প্রদত্ত দায়িত্বভার পালনার্থে এ পৃথিবীতে সব ধরণের অন্যায়, অবিচার ও অশুভ শক্তির বিরুদ্ধে ন্যায়, সত্য, সুন্দর ও কল্যাণ প্রতিষ্ঠার ঐশী ইচ্ছাকে সমুন্নত রাখার জন্য সংগ্রামে অবতীর্ণ হয়। মানুষ বিবেক ও বুদ্ধির অধিকারী। এ কারণেই মানুষ ভালো-মন্দের পার্থক্য করতে পারে। মানুষ সম্পর্কে সেলজুকি কবি সানায়ি বলেছেন,

خاک بودی ترا مکرّم کرد * ز آن پست جلوهٔ دو عالم کرد
از همه مهتر آفرید تر * هرچه هست از همه گزید ترا[৫৫]

'তুমি মাটি ছিলে আল্লাহ তোমাকে সম্মানিত করেছেন, অতঃপর তোমাকে দু'জগতের কর্তৃত্ব দিয়েছেন।
তিনি তোমাকে সবার উপরে সম্মান দিয়েছেন, সকল সৃষ্টজীবের মধ্য থেকে তোমাকে বাছাই করেছেন।'

সেলজুকি কবি নিযামি (১১৪১-১২০৯ খ্রি.) বলেছেন,

بر صورت من ز روی هستی * آرایش آفرین تو بستی [৫৬]

'আমার চেহারা ও অবয়বে তোমার অস্তিত্ব নিহিত, সৃষ্টির সুসজ্জিত করণে তুমি আবদ্ধ।'

এশক বা প্রেম

প্রেম শব্দের ফারসি ও আরবি প্রতিশব্দ হচ্ছে যথাক্রমে এশক (عشق) ও হুব্ব (حبّ)। ইংরেজি প্রতিশব্দ Love, amour, tenderness, affection, attachment pleasure, joy, devotion ইত্যাদি।[৫৭] আভিধানিক দৃষ্টিকোণ থেকে প্রেমের অর্থ ভালোবাসা, প্রণয়, প্রীতি, স্নেহ, অনুরক্ত, মন দেয়া, আসক্তি, অনুরাগ, ভক্তি ইত্যাদি।[৫৮] পারিভাষিক অর্থে প্রেম হলো মানবের ঐ ভাব বা অনুভূতি যা দ্বারা পরকে আপন করা যায়। অন্তর চোখ দিয়ে প্রেমাস্পদের ভিতরের সৌন্দর্য অবলোকন করাই প্রেম।[৫৯] মানব-মানবীর চিরন্তন সম্পর্কই প্রেম। নর-নারীর সহজাত যৌনপ্রবৃত্তি, হৃদয়, মস্তিষ্ক, বুদ্ধি ও কল্পনা দ্বারা যখন নিয়ন্ত্রিত হয় তখনই তা প্রেমের পর্যায়ে পড়ে। একে অতীন্দ্রিয় ভক্তি এবং নিছক পাশববৃত্তি চরিতার্থের প্রবণতা বলা যায় না। একটি মানুষের প্রতি আর একটি মানুষের সহৃদয়ের আকর্ষণই প্রেম।[৬০]

অপরদিকে ফারসি অভিধানে প্রেমের সংজ্ঞায় বলা হয়েছে, প্রেম হলো ঐ অনুভূতি যার দ্বারা কোনো ব্যক্তি বা বস্তুর সাথে হৃদয়ের আবেগপূর্ণ সম্পর্ক তৈরির মাধ্যমে ঐ ব্যক্তি বা বস্তুর প্রতি কামনার উৎসারিত আকর্ষণ সৃষ্টি হয়।[৬১] অপরদিকে বিশিষ্ট লেখক ড. সাইয়্যেদ জাফর সাজ্জাদি (১৯২৪-১৯৯৫ খ্রি.), তার রচিত ফারহাঙ্গে এস্তেলাহাত ওয়া তাবিরাতে এরফানি গ্রন্থে প্রেমের সংজ্ঞায় লিখেছেন,

عشق آتشی است که در قلب واقع شود و محبوب را بسوزد. عششق دریای بالا و جونون الهی و قیام قلب است با معشوق واسطه ...

'প্রেম হলো সেই অগ্নি যা অন্তরে অবস্থান করে প্রেমাস্পদকে দহন করে। প্রেম হলো গভীর সাগর যা খোদার সাথে সম্পর্ক তৈরীর ক্ষেত্রে মধ্যস্থতাকারীর ভূমিকা পালন করে।'[৬২]

প্রেম দেশ-কাল নিরপেক্ষ এমন এক শাশ্বত মানবিক বৃত্তি যা মানুষ একবারে আদিকাল থেকে সহজাত ভাবেই অর্জন করেছে। প্রেম মানব জীবনের স্বাভাবিক ব্যাপার। বহুমুখী জীবনের একটি ধারা প্রেম। সাধারণ্যে প্রচলিত ধারণা অনুযায়ী প্রেম শব্দটি উচ্চারণের সঙ্গে সঙ্গেই নর-নারীর মনোদৈহিক আকর্ষণের কথাই আমাদের মনে আসে।[৬৩] কিন্তু প্রেম যে শুধু নারী-পুরুষের জৈবিক আর্কষণেরই ব্যাপার তা নয়, প্রেমেরও যে ধরণ, প্রকৃতি বিদ্যমান তা বোঝার জন্য এর অর্থ জানা দরকার। প্রেম শব্দের অর্থ হলো- ভালোবাসা, প্রণয়, অনুরাগ, প্রীতি, স্নেহ, ভক্তি, প্রীতিকর, পরিহাস, বাৎসল্য, অন্তরে অন্তরে ভাববন্ধন, পরস্পরের প্রতি আসক্তি।[৬৪]

প্রেম বা এশক হলো কারও সাথে অথবা কোনো জিনিসের প্রতি বন্ধুত্ব বা হৃদয়ের আবেগ পূর্ণ সম্পর্ক। কোনো জিনিস কামনার উৎসারিত আকর্ষণ।[৬৫] কোনো বস্তু বা জিনিসের প্রতি গভীর অনুভূতির পাশাপাশি প্রবল আকর্ষণ এবং অফুরন্ত হৃদয়ের টানকেই প্রেম-ভালোবাসা বলা হয়।

এশক বা প্রেম এমন এক অগ্নিশিখা যা হৃদয়কে জ্বালিয়ে পুড়িয়ে নিঃশেষ করে দেয়। এশক তরিকতের পথে সবচেয়ে বড় রুকন বা ভিত্তি। এ স্তর শুধুমাত্র ইনসানে কামেলের পর্যায়ে উন্নীত ব্যক্তিগণ উপলব্ধি করতে পারেন। এ স্তরে এসে আশেকের হৃদয়ে এমন এক অবস্থার সৃষ্টি হয় যে, সে স্বীয় সত্তা থেকে অসচেতন হয়ে পড়ে। এমনকি সময় ও কাল সবই ভুলে যায় এবং মাহবুবের বিরহে তার হৃদয়ে দগ্ধীভূত হতে থাকে।[৬৬] এশক হচ্ছে এক বিরাট দুর্গম উপত্যকা, একজন সুফি অধ্যাবসায়ের মাধ্যমে তা অতিক্রম করে থাকেন। তাসাওউফের পরিভাষায় এশক হচ্ছে আকল ও দর্শনের বিপরীত শব্দ।[৬৭]এশক হচ্ছে অগ্নির ন্যায় এবং আকল হচ্ছে ধৈর্য্যের ন্যায়। এশকের যখন আবির্ভাব ঘটে, আকল তখন পালিয়ে যায়। আকল এশকের কল্যাণে পথ প্রদর্শন করতে পারে না। এশক সকল কাজে নিজেকে এমনভাবে উৎসর্গ করে যেন এক নূতন জগতে পদার্পন করে এবং আশেকের হৃদয়ে বিশেষ গুণের সমাহার ঘটে।[৬৮]এশক এমন এক অস্ত্র বা শক্তি যা দ্বারা তালেব বা অনুসন্ধানকারী মাশুকের দরবারে উপনীত হয়ে থাকে। এশক দু' ধরণের হয়ে থাকে। এশকে মাজাযি বা বাহ্যিক প্রেম এবং এশকে এলাহী বা আল্লাহ প্রেম। প্রেম যখন শুধুমাত্র বাহ্যিক সৌন্দর্যকে মূল্যায়ন করে এবং প্রকৃত সত্যের সন্ধান দেয় না তাই হচ্ছে এশকে মাজাযি।

প্রেম এমন আবেগ-অনুভূতি যা প্রেমিক ও প্রেমাস্পদ উভয়ের মধ্যে ক্রিয়া করে। পবিত্র কুরআনে বলা হয়েছে, يُحِبُّهُم وَ يُحِبُّونَهُ [৬৯] অর্থাৎ-তাদেরকে আল্লাহ ভালোবাসেন এবং তারাও আল্লাহকে ভালোবাসেন। সুফি সাধকগণ মনে করেন, পবিত্র কুরআনের এ আয়াত থেকেই প্রেম বা ভালোবাসার উদ্ভব হয়েছে। পবিত্র কুরআনে অন্য এক আয়াতে বলা হয়েছে, والذين امنوا اشدّ حبّا الله [৭০] এবং যারা ঈমানদার, তারা আল্লাহকে কঠোরভাবে ভালোবাসেন। অনেকে মনে করেন এই আয়াতের মাধ্যমে প্রেম-ভালোবাসার উদ্ভব হয়েছে। ফারসি কবি রুমির মতে, সকল আত্মস্থ করণ, সাদৃশ্য করণ, আত্ম প্রসারণ,

পরিবর্ধন, পুনরুৎপাদন, বংশ বৃদ্ধি সাধন ইত্যাদি খোদা প্রেমেরই বিভিন্ন প্রকাশ বা পরিস্ফুটন মাত্র। রুমি বিশ্বাস করেন যে, প্রেমই সৃষ্টির মূল তত্ত্ব। মহা জাগতিক নীতি হিসেবে প্রেমই জীবনের উৎস, প্রেমই জীবনের বিবর্তনের কারণ।[৭১]

হাকিম সানায়ির কাব্যে প্রেমের আলোচনায় বলা হয়েছে,

اکنون که همه جهان بدانست * از عشق تو ننگ و نام عاشق

بشنو جانا تو از سنائی * تا بگذارد پیام عاشق

عاشق اگر سلام نکنی * باری بشنو سلام عاشق [৭২]

'আজ সমগ্র পৃথিবী জেনে গেছে, প্রেমিকের সুনাম ও বদনাম, তোমার প্রেমের কারণেই।
হে প্রিয়! সানায়ী থেকে শুনে রেখো, প্রেমিকের সংবাদ রাখা ছেড়ে দাও।
যদি প্রেমিককে সালাম না কর, তবে প্রেমিকের সালাম একটি বার হলেও শুন।'

কবি ওমর খৈয়্যামের রুবাইয়্যাতে আল্লাহর ভালোবাসা ও বিশ্বমানবতার স্বপক্ষে প্রেমের প্রতিধ্বনি শুনতে পাওয়া যায়। কবির মতে জীবনের সারমর্মই হলো প্রেম। দার্শনিক ও সুফি কবি খৈয়্যামের ভাষায়,

سر دفتر عالم معانی عشق است * سر بیت قصیده جوانی عشق است

ای آنکه خبر نداری از عالم عشق * این نکته بد آنکه زندگانی عشق است[৭৩]

এই পৃথিবীতে সর্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হলো প্রেম,
তারুণ্যের কবিতার প্রধান পংক্তি হলো প্রেম।
যাদেও প্রেম সম্পর্কে কোনো ধারনা নেই, তারা জেনে রেখো;
জীবনের গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হলো প্রেম, জীবন মানেই প্রেম।

উপসংহার

ফারসি ভাষা ও সাহিত্যকে বিশ্বের দরবারে গৌরবময় স্থানে পৌঁছাতে সেলজুকি যুগের সুফি কবিগণ যুগান্তকারী ভূমিকা পালন করেছেন। বিশেষ করে কবি হাকিম সানায়ি, আব্দুল্লাহ আনসারি, হাকিম ওমর খৈয়্যাম, আবুসাঈদ আবুল খায়ের, বাবা তাহের উরইয়ানি ও নিযামি গাঞ্জুবির অবদান অনস্বীকার্য। তাঁরা সুফিদের উৎকর্ষ সাধনে অনবদ্য প্রচেষ্টা চালিয়ে গিয়েছেন। সেলজুকি কবিদের সুফিবাদ বা অধ্যাত্মবাদের অনুসরণেই খাজা ফরিদুদ্দিন আত্তার ও মাওলানা জালালুদ্দিন রুমির ন্যায় বিখ্যত সুফি কবিদের আগমন ঘটেছে। তাঁদের আধ্যাত্মিক কাব্যরচনার ফলে সুফি দর্শন বা আধ্যাতিক দর্শন পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে বিস্তার লাভ করে। আর আধ্যাত্মিক দর্শনের মাধ্যমেই খোদাকে চেনা-জানার পথও সুগম হয়। বিশেষ করে ইরানের সেলজুকি যুগের আধ্যাত্মিক কবিদের কাব্যকর্ম অধ্যয়নের মাধ্যমে মানব জাতির আত্মিক উন্নয়ন ও খোদার নৈকট্য লাভ করার পথ সহজ হবে বলে আমাদের বিশ্বাস।

টীকা ও তথ্যনির্দেশ

১ **বাবা তাহের উরইয়ানি:** তিনি ১১শ শতাব্দীতে ইরানের হামাদানের সেলজুকি বংশের সুলতান তুঘ্রিলবেগের রাজত্বকালের একজন আধ্যাত্মিক ও সুফি কবি ছিলেন। তাঁর সঠিক জন্ম তারিখ জানা যায় না। তাঁর আসল নাম তাহের, উরইয়ান উপাধি যার অর্থ উলঙ্গ বা নগ্ন। আর বাবা অর্থ সম্মানিত। তিনি একজন সত্যিকারের সুফি ও দরবেশ ছিলেন। পোষাকের প্রতি তার কোনো অনুভূতি ছিল না বিধায় নগ্ন অবস্থায় ঘুরে বেড়াতেন। এ জন্য তাঁকে উরইয়ানি উপাধি দেওয়া হয়েছে। তিনি ১১শ শতাব্দীর মধ্যভাগে মৃত্যুবরণ করেন। দ্রষ্টব্য: মির্যা মকবুল বেগ বাদাখশানি, আদাব নামেয়ে ইরান, পৃ. ২১৮

২ **আবু সাঈদ আবুল খায়ের:** তিনি খোরাসানের মেহনা নামক স্থানে (বর্তসমান তুর্কমেনিস্তান অঞ্চলে) ৯৬১ খ্রিস্টাব্দে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি ছিলেন ইরানের এরকজন প্রখ্যাত সুফি ও আধ্যাত্মিক কবি। তিনি সুফিবাদের ইতিহাসে গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তিত্ব হিসেবে সমাদৃত ছিলেন। শৈশব থেকেই তিনি ধর্মীয় শিক্ষা লাভ করেন এবং পরবর্তীতে সুফিবাদের পথে আত্ম নিয়োগ করেন। আবু সাঈদ কঠোর সাধনা, সংযম ও আল্লাহর প্রেমে নিবেদিত জীবন যাপন করতেন। তিনি ১০৪৯ খ্রিস্টাব্দে খোরাসানের নিশাপুরে মৃত্যবরণ করেন। দ্রষ্টব্য: ড. রেযা যাদেহ শাফাক, তারিখে আদাবিয়াতে ইরান, পৃ. ১১১

৩ **আব্দুল্লাহ আনসারি:** আব্দুল্লাহ আনসারী একজন আধ্যাত্মিক সাধক ও কবি ছিলেন। তার পিতার নাম আবু মনসুর মুহাম্মদ বালখি। তবে মায়ের নাম জানা যায় না। আনসারী ১০০৬ খ্রিস্টাব্দে তৎকালীন পারস্যের হেরাতে জন্ম গ্রহণ করেন। খাজা আব্দুল্লাহ আনসারীর প্রকৃত নাম আব্দুল্লাহ, উপনাম আবু ইসমাঈল, উপাধি শাইখুল ইসলাম। এই আধ্যাত্মিক সাধক ১০৮৮ খ্রিস্টাব্দে শুক্রবার ৮৫ বছর বয়সে স্বীয় জন্মভূমি হেরাতে পরলোক গমন করেন। তাঁকে হেরাতের অদূরবর্তী 'গাযারগাহ' নামক স্থানে দাফন করা হয়। তাঁর মাযার তীর্থ যাত্রীদের জন্য যিয়ারতের স্থান হিসেবে স্বীকৃতি লাভ করেছে। দ্রষ্টব্য: খাজা আব্দুল্লাহ আনসারী, *রেসালেয়ে জামেয়ে আরেফে কারনে চাহারম হিজরী খাজা আব্দুল্লাহ আনসারী* (তেহরান: কেতাব ফুরুশিয়ে ফারুগি, ১৩৪৯ হি.শা.), পৃ. ৬

৪ **হাকিম ওমর খৈয়্যাম (১০৪৮-১১৩১ খ্রি):** খ্রিস্টীয় একাদশ শতাব্দীর শেষ দিকের ও দ্বাদশ শতাব্দীর প্রথম দিকের ইরানের বিখ্যাত দার্শনিক ও কবি ছিলেন ওমর খৈয়্যাম। তিনি ইরানের সেলজুকি শাসনকালের (১০৩৭-১১৫৭ খ্রি.) অন্যতম শ্রেষ্ঠ কবি, দার্শনিক , জ্যোতির্বিদ ও গণিতবিদ ছিলেন। মুক্ত বুদ্ধির অধিনায়ক হিসেবে তিনি সারা পৃথিবীর সুখ্যাতি অর্জন করেছেন। আরবি ও ফারসি ভাষায় বহু গ্রন্থ রচনা করে তিনি বিশ্ব সাহিত্যের জগতে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রেখেছেন। বিশেষ করে রুবাইয়্যাত বা চতুষ্পদী কবিতার জন্য তিনি এশিয়া থেকে ইউরোপ

পর্যন্ত খ্যাতি অর্জন করেছেন। তার এই রুবাইয়্যাতের দর্শন ইউরোপীয় দার্শনিকদের মনে সাড়া জাগিয়েছেন। শুধু তাই নয়, বীজগণিত, জ্যামিতি, ভূগোল , রসায়ন ও পদার্থ বিজ্ঞান এবং দর্শন বিষয়েও কয়েকটি গ্রন্থ রচনা করেছেন। আল জাবের ওয়াল মোকাবিলা গ্রন্থের জন্য তাঁকে বীজগণিতের **জনক** বলা হয়। এ মহা মনীষীর মাযার নিশাপুরে যা বর্তমানে একটি দর্শনীয় স্থান হিসেবে খ্যাত। দ্রষ্টব্য: ড. যবিহ উল্লাহ ছফা, *তারিখে আদাবিয়াত দর ইরান*, ২য় খণ্ড, (তেহরান: এন্তেশারাতে ফেরদৌস, ১৩তম সংস্করণ, ১৩৭৩ হি.শা.), পৃ. ৫২৩

[৫] **কবি খাকানি:** তিনি বর্তমান আযারবাইজানের শিরভান নামক অঞ্চলে ১১২০ খ্রিস্টাব্দে জন্ম গ্রহণ করেন। তিনি মূলত ফারসি ভাষায় কাসিদা রচনার জন্য খ্যাতি অর্জন করে ছিলেন। তাঁর কবিতায় ভাষার জটিলতা, অলংকার প্রয়োগ, গভীর দর্শন ও কল্পনার সমৃদ্ধি লক্ষ্য করা যায়। তাঁর কাসিদায় আধ্যাত্মিকতাও স্থান পেয়েছে। এ মহান কবি ১১৯৯ খ্রিস্টাব্দে শিরভান নামক স্থানেই মৃত্যবরণ করেন।

[৬] **জামাল উদ্দিন ইস্পাহানি:** জামাল উদ্দিন ইস্পাহানির পূর্ণ নাম হলো- জামাল উদ্দিন মুহাম্মদ আব্দুর রাজ্জাক। তিনি তার সমসাময়িক কবিদের মধ্যে অন্যতম বিখ্যাত কবি ছিলেন। তিনি ইস্পাহানে জন্ম লাভ করেছেন বলে তাকে ইস্পাহানি বলা হয়। কবি আজারবাইজান এলাকা পরিভ্রমণ করেছেন। এর ফলে তিনি গাঞ্জ শহরে ভ্রমণের সুযোগ হয়ে ছিল। কেননা তিনি গাঞ্জ শহরের প্রশংসা করে কবিতা রচনা করেছিলেন। এ মহান কবি ইস্পাহানে জন্ম গ্রহণ কররেলও সঠিক তারিখ জানা যায় না। তবে তিনি ১১৯২ খ্রিস্টাব্দে মৃত্য বরণ করেছেন। তিনি কাসিদা রচনায় প্রসিদ্ধি লাভ করেছিলেন। তাঁর কাসিদায় আধ্যাত্মিক ভাব-ধরা রয়েছে। তিনি সেলজুকি যুগের বিভিন্ন শাসকদের দরবারের কবি ছিলেন।

[৭] **নেযামি গাঞ্জুবি:** কবি নিযামি গান্জুবি উত্তর ইরানের গান্জ নামক স্থানে ১১৪০ মতান্তরে ১১৪১ খ্রিস্টাব্দে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর পূর্ণ নাম নিযামুদ্দিন আবু মোহাম্মদ ইলিয়াস। তিনি গানজে জন্মগহণ করেছেন বলে তাঁর উপাধি গাঞ্জুবি। তবে তিনি ইরানে হাকিম নিযামি গাঞ্জুবি বা নিযামি গান্জাবি নামেই সমধিক পরিচিত। তাঁর পিতা ছিলেন ইউসুফ বিন যাকি এবং মাতা ছিলেন রাইসা। ইরানের সেলজুকি সম্রাট সানজারের সময়কালের (রাজত্বকাল ১০৯২-১১৫৭ খ্রি.) একজন বিখ্যাত কবি ছিলেন নিযামি গাঞ্জুবি। কবি নিযামি ছিলেন ইরানের সুপ্রসিদ্ধ সুফি কবি আত্তারের সমসাময়িক ও শেখ সা'দির (১১৮৪-১২৯২ খ্রি.) অগ্রবর্তী। কবি হাফিজ, জামি, সা'দি প্রমূখ নিযামির কবিত্বের অজস্র প্রশংসা করেছেন। কবি সমাজে তার মতো আদর্শ চরিত্র ও নিষ্ঠাবান জ্ঞানী লোক ইরানে অতি অল্পই জন্মগ্রহণ করেছে। তিনি পাঁচটি মাসনাবি কাব্য রচনা করে ছিলেন যাকে পাঞ্চগাঞ্জে নেযামি (পঞ্চ রত্ন) বলা হয়। তাঁর কাব্যসমূহ আধ্যাত্মিকতায় পূর্ণ। কবি নিযামির মৃত্যু সাল নিয়ে মতভেদ রয়েছে। তবে প্রফেসর ই. জি. ব্রাউনের মতে, নিযামি গাঞ্জুবি ৬৩ বছর বয়সে ১২০২ অথবা ১২০৩ খ্রিস্টাব্দে (৫৯৯ হি.) গান্জে ইন্তেকাল করেন। দ্র. E G Browne, *A Literary History of Persia*, Vol. 11, Cambridge: At the University Prees, 1969), P. 401.

[৮] গোলাম হোসেন ছদরী আফসার, *ফারহাঙ্গে ফারসিয়ে এমরূয (তেহরান:* মোয়াসসেসেয়ে নাশরে কালামাহু , ১ম প্রকাশ, ১৩৭৩ হি.শা.), পৃ. ৭৮৮

[৯] মাওলানা নূরুর রহমান (অনূদিত), *ইমাম গাযযালী, কিমিয়ায়ে সা'আদাত*, ১ম জিলদ (ঢাকা: এমদাদিয়া লাইব্রেরী, ১৯৯৫ খ্রি.), পৃ. ৫৯

[১০] মোহাম্মদ হোসেইন বায়াত, *মাবানীয়ে এরফান ওয়া তাসাওফ* (তেহরান: এন্তেশারাতে দানেশগাহে আল্লামা তাবাতাবায়ী, ১ম প্রকাশ, ১৩৭৪ হি.শা.), পৃ. ১

[১১] Editorial Board, *Banglapedeia*, Vol-9 (Dhaka: Bangladesh Asiatic Society, 2003), P. 451.

[১২] Dr. Mir Valiuddin, *The Quranie Sufism* (Delhi: Motilal Banarsidass, 1959), P. 11,

[১৩] *আধ্যাত্মিকতা ও ইসলাম*, প্রাগুক্ত, পৃ. ১০১

[১৪] মুহাম্মদ বিন ইসমাঈল, *সহীহুল বুখারী*, ১ম খণ্ড (দেওবন্দ: আশরাফিয়া বুক ডিপো, তা.বি.), পৃ. ১৩

[১৫] *The Quranie Sufism*, Op.cit, P. 3.

[১৬] শিবলী নো'মানী, *সাওয়ানেহে মাওলানা রূম* (লাহোর: মাজলিসে তারাক্কীয়ে আদাব, তা. বি.) পৃ. ১৩৫

[১৭] আল কুরআন, সূরা হা-মীম-সেজদাহ, আয়াত : ৫৩

[১৮] ড. আলী মোহাম্মদ মোওয়ায়েযনী, *মসনবী তারিকুত তাহকীক হাকিম সানায়ী গযনবী* (তেহরান: মুয়াসসেসেয়ে ফারহাঙ্গীয়ে এন্তেশারাতে ওয়ায়েজ, ২০০১ খ্রি.), পৃ. ২৪

[১৯] ড. রেযা যাদেহ শাফাক, তারিখে আদাবিয়াতে ইরান, (তেহরান: ইনতেশারাতে জাওর, ১৩৭৩ হি.শা.), পৃ. ২২৪

[২০] বাবা তাহের উরইয়ানী, *মাজমুয়ায়ে আশয়ারে বাবা তাহের উরইয়ানী*, (তেহরান: ইনতেশারাতে জাওয়াদ, ২০০৩ খ্রি,), পৃ. ৪১

[২১] **জালালুদ্দিন রুমি:** তিনি ১২০৭ খ্রিস্টাব্দের ২৯ শে সেপ্টেম্বর খোরাসানের বালখ শহরে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি বালখে জন্মগ্রহণ করলেও পূর্ব রুমের রাজধানী কৌনিয়ায় জীবন-জাপন করেছেন। ১২৪৪ খ্রিস্টাব্দে মুহাম্মদ শামসুদ্দিন তাবরিযির সাথে কৌনিয়ায় সাক্ষাতের মাধ্যমে রুমির জীবনে বিস্ময়কর বিপ্লব সাধিত হয়। রুমি ছিলেন ইরানের সুমহান আধ্যাত্মিক কবি। তাঁর রচনায় এমন কোনো দার্শনিক দিক নেই যা তিনি আলোচনা করেননি। তাঁর বিখ্যাত কাব্য মানাবিকে অধ্যাত্মবাদের বিশ্বকোষ বলা হয়। তিনি ছিলেন ইরানের সুফি ও আধ্যাত্মিক জগতের সবচেয়ে বিখ্যাত কবি। বিশিষ্ট এই সুফি কবি মাওলানা জালালুদ্দিন রুমি১২৭৩ খ্রিস্টাব্দের ১৭ ডিসেম্বর ৬৯ বছর বয়সে কৌনিয়ায় ইন্তেকাল করেন। দ্রষ্টব্য: ড. যবিহ উল্লাহ সফা, তারিখে আদাবিয়াত দর ইরান, ৩য় খণ্ডের ২য় খণ্ড, পৃ. ৪৫৮

[২২] ড. আমিনুল ইসলাম, *মুসলিম দর্শন* (ঢাকা: গ্লোব লাইব্রেরী প্রাইভেট লিমিটেড, ১ম সংস্করণ, ১৯৮৫), পৃ. ১৪৮

[২৩] মাওলানা সাইয়েদ আবুল হাসান আলী নদবী, *তারিখে দাওয়াত ওয়া আযিমত*, ১ম খণ্ড (লক্ষ্ণৌ: চতুর্থ সংস্করণ, ১৯৯২), পৃ.৩৮৪; *সাওয়ানেহে মাওলানা রূম*, পূর্বোক্ত, পৃ. ১৩৫

[২৪] রেনল্ড এলিয়েন নিকলসন (সম্পাদিত), ***মাসনাবীয়ে মা'নাবী***, ৪র্থ খণ্ড, (তেহরান: এন্তেশারাতে বেহযাদ, ১৩৭৫ হি.শা.), বয়েত নং ১৫৩, পৃ. ৫৫৭

[২৫] আল-কুরআনুল কারীম, সূরাহ আল-রা'দ, আয়াত, ১৬

[২৬] আল-কুরআনুল কারীম, সূরাহ আল-যুমার, আয়াত, ৬২

[২৭] ড. মঈন ফার (সম্পা.), *কুল্লিয়াতে খামসেয়ে নিযামী গাঞ্জুবী* (তেহরান: এন্তেশারাতে যাররীন, ২য় সংস্করণ, ১৩৬২ হি.শা.),পৃ. ১৩

[২৮] শিবলী নো'মানী , *সাওয়ানেহে মাওলানা রূম* (লাহোর: মাজলিসে তারাক্কীয়ে আদাব, তা.বি.),পৃ. ২১৬

[২৯] আবদুস সাত্তার, *ফার্সী সাহিত্যের কালক্রম* (ঢাকা: ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ২য় সংস্করণ, ১৯৮৭), পৃ. ৪২

[৩০] ড. মোহাম্মদ এসতে'লামী, *মাসনাবীয়ে মাওলানা জালালুদ্দীন মোহাম্মদ বালখী*, ৩য় খণ্ড (তেহরান: এন্তেশারাতে যাওর, চতুর্থ সংস্করণ, ১৩৮২ হি.শা.), বয়েত নং-১৩২০, পৃ. ৬৫

[৩১] রেনল্ড এলিয়েন নিকলসন সম্পাদিত, ***মাসনবীয়ে মা'নবী***, ২য় খণ্ড (তেহরান: এন্তেশারাতে বেহযাদ, ১৩৭৫ হি.শা.), বয়েত নং-১৭৪৬, পৃ. ২৪৭

[৩২] খাজা আব্দুল্লাহ আনসারী, *রুবাইয়াতে মনসুর বে খাজা আব্দুল্লাহ আনসারি* (তেহরান: কিতাব ফুরুশিয়ে জাওর, ১৩৬১ হি.শা.), পৃ. ১০ ও ৪৪

[৩৩] সূরাহ্ আল-বাকারাহ: ২৫৫

[৩৪] ড. রারাআত যানযানী, *আহওয়াল ও অসার ওয়া শারহে মাখযানুল আসরাওে নিযামী গাঞ্জুবী* (তেহরান: মুয়াসসেয়ে এন্তেশারাতে দানেশগাহ, ১৩৭২ হি.শা.), পৃ. ৮১

[৩৫] সূরাহ্ আল-বাকারাহ: ১৫২

[৩৬] *কুল্লিয়াতে খামসেয়ে নিযামী গাঞ্জুবী*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৫০

[৩৭] *সংক্ষিপ্ত ইসলামী বিশ্বকোষ*, ২য় খণ্ড (ঢাকা: ইসলাকি ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ১৯৯৫ খ্রি.), পৃ. ৩১৪

[৩৮] সূরাহ্ আল-মুযযাম্মিল: ৯

[৩৯] আলী মুহাম্মদ মুয়াযযেনী, *মসনবীযে তারিকুত তাহকিকে হাকিম সানায়ী* (তেহরান: মুয়াসসেয়েয়ে ফারহাঙ্গীয়ে এন্তেশারাত, ২০০১ খ্রি.), পৃ. ২৪

[৪০] সূরাহ্ আর-রহমান : ৫

[৪১] Afzal Iqbal, *Life and Work of Rumi* (Lahore: Institute of Islamic Culture, 2nd edition, 1964), P. 182; *ইসলামী বিশ্বকোষ*, ১১শ খণ্ড, পৃ. ৫২২

[৪২] **ইমাম গায্যালি:** তাঁর পূর্ণ নাম হলো আবু হামিদ মুহাম্মদ ইবনে মুহাম্মদ আল-গায্যালি। তিনি ইসলামের একজন মহান আলেম, দার্শনিক, ফকিহ ও সুফি চিন্তাবিদ ছিলেন। তাঁকে হুজ্জাতুল ইসলাম (ইসলামের প্রমাণ) উপাধিতে ভূষিত করা হয়। তিনি ইরানের তুস নগরে ১০৫৮ খ্রিস্টাব্দে জন্ম গ্রহণ করেন এবং ১১১১ খ্রিস্টাব্দে তুস নগরেই মৃত্যু বরণ করেন। তিনি বাগদাদের নিযামিয়া মাদ্রাসার প্রধান অধ্যাপক হিসেবে নিযুক্ত ছিলেন। তবে পরবর্তীতে তিনি সবকিছু ছেড়ে আত্ম শুদ্ধি ও সুফি সাধনায় মনোনিবেশ করেন। দ্রষ্টব্য: ইমাম গায্যালি ,*কিমিয়ায়ে সায়াদাত*, ভূমিকাংশ থেকে নেওয়া।

[৪৩] *আহওয়াল ওয়া অসার ওয়া শারহে মাখযানুল আসরারে নিযামী গাঞ্জুবী*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৮১

[৪৪] সূরাহ্ আল-ইউসুফ: ৩১

[৪৫] *কুল্লিয়াতে খামছায়ে নিযামী গাঞ্জুবী*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৫০

[৪৬] *মাসনবীয়ে মা'নবী*, পূর্বোক্ত, ৫ম খণ্ড, বয়েত নং ৩৯৮৪, পৃ. ৯০৬

[৪৭] **হাকিম সানায়ি (১০৮০- ১১৩১ খ্রি.):** ইরানে যে সকল সুফি কবি জন্মলাভ করেছেন তাদের মধ্যে হাকিম সানায়ী অন্যতম। তিনি জীবনের শুরুতে গাযনাবি যুগের বাদশাহ বাহরাম শাহ বিন মাসউদের প্রশংসায় কাব্য চর্চা করতেন। পরবর্তীতে তিনি সেলজুকি বাদশাহদের সময়ে সুফিবাদের প্রতি ঝুঁকে পড়েন। তিনি ফারসি ভাষার সুফি কবিদের অগ্রদূত ছিলেন। তাঁর সুফি ভাবধারার কাব্য ও চিন্তা চেতনার প্রভাব এতটাই সুদূর প্রসারী ছিল যে, ফরিদ উদ্দিন আত্তার ও মাওলানা জালাল উদ্দিন রুমির ন্যায় বিশ্ববিখ্যাত সুফি কবিগণও তাকে অনুসরণ করেন। ফারসি সাহিত্যের গবেষকগণ সানায়ীকে "নবযুগের নির্মাতা" কবি বলে অভিহিত করেন। দ্রষ্টব্য: A. J. Arberry, *Classical Persian Literature* (London: George Allen and Unwin Ltd. 1958), P. 88.

[৪৮] *মসনবী তারিকুত তাহকীক হাকিম সানায়ী*, পৃ. ৪০

[৪৯] ওমর খৈয়্যাম, *রুবাইয়্যাতে হাকিম ওমর খৈয়্যাম*, (তেহরান: ইকবাল প্রিন্টিং এবং পাবলিশিং অরগানাইজেশন, ইরান), পৃ. ৩৪

[৫০] *আহওয়াল ওয়া অসার ওয়া শারহে মাখযানুল আসরারে নিযামী গাঞ্জুবী*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৮১

[৫১] *ইবনুল আরাবী ও জালাল উদ্দীন রূমী*, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৫১

[৫২] তদেব।

[৫৩] আল-কুরআনুল কারীম, সূরাহ আল-হিজর, আয়াত, ২৮-২৯

[৫৪] ড. মোহাম্মদ রেযা শাফিয়ী কাদকানী সম্পাদিত, *মানতেকুত তায়ের*, পূর্বোক্ত, পৃ. ২৩৩-২৩৪

[৫৫] *আহওয়াল ওয়া অসার ওয়া শারহে মাখযানুল আসরারে নিযামী গাঞ্জুবী*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৮০

[৫৬] *মসনবীয়ে তারিকুত তাহকীকে হাকিম ছানায়ী*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৪০

[৫৭] আলী আভার সাজী (সম্পাদিত), *ফাসী-বাংলা-ইংরেজী অভিধান* (ঢাকা: ইসলামী প্রজাতন্ত্র ইরানের সাংস্কৃতিক কেন্দ্র, ঢাকা, ১৯৯৮ খ্রি.), পৃ. ৬০৩; Mohammad Ali (ed.) *Bangla Academy Bengali-English Dictionary* (Dhaka: Bangla Academy, 1994), p. 481.

[৫৮] আহমদ শরীফ (সম্পাদিত), *বাংলা একাডেমী সংক্ষিপ্ত বাংলা অভিধান* (ঢাকা: বাংলা একাডেমী, ১৯৯২ খ্রি.). পৃ. ৪১৯।

[৫৯] আলহাজ্ব সৈয়দ আহমদুল হক, *মসনবী শরীফের পয়গাম ও তফসীর বাণী ও ভাষা* (চট্টগ্রাম: আল্লামা রূমী সোসাইটি, ২০০৪ খ্রি.), পৃ. ৭৫

[৬০] *গবেষণা পত্রিকা (কলা অনুষদ) রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়*, ১২ তম সংখ্যা, ২০১৬-২০১৭, পৃ.১৫৪

[৬১] গোলাম হুসাইন ছদরী আফশার, *ফারহাঙ্গে ফারসিয়ে এমরোয* (তেহরান: মোয়াসসেসেয়ে নুশরে কালামাহু, ১ম প্রকাশ, ১৩৭৩ হি.শা.), পৃ. ৭৯০

[৬২] ড. সাইয়্যেদ জাফর সাজ্জাদী, *ফারহাঙ্গে এস্তেলাহাত ওয়া তাবিরাতে এরফানী*(তেহরান: এন্তেশারাতে তুহুরী, ১৩৭০ হি.শা.), পৃ. ৫৮০

[৬৩] আবুল হাসান চৌধুরী, *বাংলাদেশের লোকসঙ্গীতে প্রেমচেতনা* (ঢাকা: বাংলা একাডেমী, ২০০১ খ্রি.), পৃ. ৮৮

[৬৪] আব্দুর রহীম সংকলিত, *সোনার বাংলা অভিধান* (ঢাকা: ন্যাশনাল পাবলিশার্স, ৪র্থ সংস্করণ, ১৩৮৩ বাং.), পৃ. ৮৪১

[৬৫] গোলাম হোসেইন সাদরী আফসার, *ফারহাঙ্গে ফারসিয়ে এমরুয* (তেহরান: মোয়াসসেসেয়ে নুশরে কালামাহু, ১ম প্রকাশ, ১৩৭৩ , হিজরী শামসী) , পৃ. ৭৯০

[৬৬] ড. সাইয়েদ জা'ফর সাজ্জাদী, *ফারহাঙ্গে এস্তেলাহাত ওয়া তা'বীরাতে 'এরফানী*, (তেহরান: সাযেমানে মোতালেয়ে ওয়া তাদভীনে কুতুবে উলুমে ইনসানীয়ে দানেশগাহা, ১৩৭৩ হি.শা.), পৃ. ৫৮০-৫৮১

[৬৭] সাইয়্যেদ সাদেক গওহারীন (সম্পাদিত), *মানতেকুত তায়ের*, (তেহরান: শেরকাতে ইনতেশারাতে ইলমী ওয়া ফারহাঙ্গী,১৩৮৩ হি.শা.), পৃ. ৩৩৪-৩৩৫

[৬৮] *শারহে আহওয়াল ওয়া নাথ্দ ওয়া তাহলীলে আসারে শেখ ফরীদ উদ্দীন মোহাম্মদ আত্তার নিশাপুরী*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৮৩

[৬৯] সূরাহ্ আল-মায়িদাহ: ৫৪

[৭০] সূরাহ্ আল-মায়িদাহ: ১৬৫

[৭১] রশীদুল আলম, *মুসলিম দর্শনের ভূমিকা* (বগুড়া, সাহিত্য কুটির, ৩য় সংস্করণ, ১৯৭৬), পৃ. ৫৩০

[৭২] *দিওয়ানে হাকীম আবুল মাজদ মাজদুদ বিন অদম সানায়ী*। পৃ. ৯১৫

[৭৩] Bose, A. C , *Rubaiyyat -i- Omar Khayyam* (Calcutta: Modern Book depot, 1976 A. D.), P. 26 .